মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন ও সদর থানা পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (২৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলামদের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসময় দুটি থানায় ৫ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে। গাংনী থানায় মাদক আইনে দুটি ও সদর থানায় তিনটি মামলা রুজ্জু হয়েছে। এছাড়া ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (২৭ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় চেক জালিয়াতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসায়ী আশরাফুল আলম (আশা) (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা

হয়। গ্রেফতারকৃত আশরাফুল আলম (আশা) পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের তাঁতীপাড়ার আতিয়ার রহমানের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পরে এরশাদপুরের ভাড়া বাড়ি থেকে চেক জালিয়াতি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার সকালে আশরাফুল আলম (আশা) কে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামীসহ ৬ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) থেকে আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশ ত্যাগের সময় পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগী গ্রেফতার

বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারে জড়িত পিকে (প্রশান্ত কুমার) হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। দেশ ত্যাগের সময় এই দুই

নারীকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক এএসপি আল আমিন।

তিনি বলেন, পিএলএফএসএল কোম্পানির প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎকারী পিকে হালদার ভারতীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার আছেন। তার দুই নারী সহযোগী বাংলাদেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি চলছিল। এরই ভিত্তিতে পিকে হালদারের দুই নারী সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারদের নাম প্রকাশ না করা হলেও এ বিষয়ে বুধবার দুপুরে কারওয়ানবাজার র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান র্যাবের লিগ্যাল আ্যন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদারের (প্রশান্ত কুমার হালদার) ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঋণের নামে তাদের এ অর্থ দেওয়া হয়। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মোটা অঙ্কের এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

আরও জানা গেছে— কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার এসব কাজ করেন। কোনো কোনো বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর ছাড়াও ফ্ল্যাট ও দামি গাড়ি কিনে দিয়েছেন। আবার কাউকে দেশে-বিদেশে পাঁচতারকা হোটেলে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিও করেছেন তিনি। দুদকের অনুসন্ধান শুরু হলে পিকে হালদারের এক বান্ধবী দেশ ছেড়ে কানাডায় পালিয়ে যান। তিনি এখন পিকে হালদারের নিয়ন্ত্রণেই ওই দেশে আছেন। বান্ধবীদের নামে অর্থকড়ি খরচের পাশাপাশি নিজেকে আড়ালে রাখতে আর্থিক জালিয়াতিতে পিকে হালদারের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও সহকর্মীদেরও ব্যবহার করেন।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে জানতে চাইলে সংস্থাটির চেয়ারম্যান ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, যারা দেশের আর্র্থিক খাত লোপাট করে নিঃশেষ করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দুদকের জোরদার কাজ চলছে। অনুসন্ধানে

যাদের নাম আসবে কাউকেই ছাড়া হবে না।

গাংনীর করমদি গ্রামের শাশুড়ির ঘাতক বাদশা মিয়া গ্রেফতার

গাংনীর করমদি মাঠপাড়া এলাকার রঙ্গিলার হত্যাকারি জামায় বাদশা মিয়াকে (২২) স্থানীয় জনতার সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার উপপরির্শিক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘাতক বাদশা মিয়া সারাদিন আত্মগোপনে থাকার পর রাতের আধারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাদশা মিয়া করমদি শাহবুর পাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। পারিবারিক কলহের জের ধরে আজ বেলা ১১ টার দিকে তার স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপানোর সময় মেয়েকে বাঁচাতে রিংকির মা রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) ছুটে আসে।

এসময় তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় ঘাতক বাদশা। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রী রিংকি খাতুন বর্তমানে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪ জন

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ৪ আসামী গ্রেফতার করেছে। এরা সকলেই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের হওয়া মামলার আসামি।

এসময় তাদের কাছ থেকে সাড়ে তিন শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ দুই শ গ্রাম গাঁজাসহ ২ জনকে ও সদর থানা পুলিশ দেড় শ গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে ও অপর একটি মামলায় ১জনসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টিম দুটি উপজেলার পৃথক গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এসব অভিযান চালান।

এসময় গাংনী থানায় মারামারি মামলা, মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা ও সদর থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা রুজ্জু করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত খালেকুজ্জামান গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি খালেকুজ্জামান (৫০) গ্রেফতার করেছে।

খালেকুজ্জামান সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলীর ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। সে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ২৫৫/২২ পলাতক আসামি।

সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে খালেকুজ্জামানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে আজ শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালান মেহেরপুর পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সিআর মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন। জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্তসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন। মাদকের অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছেন। মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর সাজাপ্রাপ্ত ১, সিআর সাজাপ্রাপ্ত ১ ও সাধারণ সিআর মামলায় ১ জন। সদর থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১ জন। এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক আইনে দায়ের হওয়া নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছে।

এদিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় থানায় ২ টি। এবং সদর ও গাংনী থানায় অন্যান্য আইনে একটি করে মোট ৪ টি মামলা এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে। এসময় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ গ্রাম হেরোইন ও ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

আজ শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃতদের আদালতোর মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত শাহিদা গ্রেফতার

চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি শাহিদা খাতুন
(৪৫) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শাহিদা খাতুন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) বিকালে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদাকে গ্রেফতার করেন।

শাহিদা খাতুনের নামে চেক ডিজঅনার অপরাধে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ১৯৮/১৯ মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে

সোপর্দ করা হবে।